MAR. 04 2[illegible]

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬

দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের ধর্মঘট পালিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্রলীগ গতকাল (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালন করেছে। ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত সিকদার, রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম বাবু, এম এ মমিন পাটোয়ারী, আনিসুর রহমান লিটুসহ ৯ কেন্দ্রীয় নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত পরীক্ষা ও ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি।

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ছাত্রলীগের ধর্মঘট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

একাডেমিক ভবনসমূহ বন্ধ ছিল। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলেছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলা ছিল। রিকশা ছাড়া অন্য কোন যানবাহন ক্যাম্পাসে চলাচল করেনি। ধর্মঘট উপলক্ষে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা গত শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি করে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ও পুলিশ সকালে তালা ভেঙ্গে ফেলে বলে ছাত্রলীগ অভিযোগ করে।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রলীগের ৪০/৫০ জন নেতা-কর্মীর একটি মিছিল কেন্দ্রীয় নেতা বলরাম পোদ্দার, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন ও বেগ শাহীনের নেতৃত্বে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস একবার প্রদক্ষিণ করে। পরে ডাকসু ভবনের সম্মুখে সমাবেশ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি বেগ শাহীন জাহানের সভাপতিত্বে সমাবেশে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, কাজী এবাদ হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন, খান মাইনুল ইসলাম মোস্তাক, সাইফুজ্জামান শেখর, এ কে এম আজিম, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বলরাম পোদ্দার তার বক্তব্যে অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করে বলেন, অন্যথায় আগামী দিনে কঠোর কর্মসূচী পালন করা হবে। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুনরায় একটি মিছিল বের করে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ডাকে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চলাচল করেনি। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাসানী হল শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন ছাত্রদল কর্মীদের হাতে প্রহৃত হয় বলে জানা গেছে।